পরিচয়

বিষয় সূচী

প্রথম বর্ষ, ১৩৩৮ শ্রাবণ হইতে ১৩৩৯, বৈশাখ

পরিচয়

নাম সূচী

প্রথম বর্ষ, ১৩৩৮ শ্রাবণ হইতে ১৩৩৯, বৈশাখ

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৮

পরিচয়

সভ্যতাবৃদ্ধির অনুপাতে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় কি-না, এ-প্রশ্ন আজিও তর্কাধীন, কিন্তু জটিলতা যে বাড়ে, সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরাও একমত। পাণ্ডিত্য বাদ দিয়াও দেখা যায়, এক পরিচয়-প্রথাই সভ্যসমাজে কত রকম ছোট-বড় জটিলতার সৃষ্টি করে। দু'বেলাই চোখোচোখি হয়, অথচ একজন সাধারণ-বন্ধুর অভাবে আলাপ করার জো নাই—এমন কে আছেন যাঁহাকে এ-অবস্থায় পড়িতে হয় নাই? পরিচয়ের অভাবে এক-গাড়ী লোক পরস্পরের দৃষ্টি এড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে চলিয়াছে—এ দৃশ্য এ দেশেও নিতান্ত বিরল নয়।

কিন্তু সভ্যতার আদবকায়দার কড়াকড়ি সত্ত্বেও মানুষের আদিম পরিচয়স্পৃহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। হঠাৎ সিগারেটের জন্য দেশলাইয়ের দরকার হয়, পাশের লোকের রিস্ট্ ওয়াচ্ দেখিয়া সময় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া ওঠে, ট্রেণে কে কোথায় নামিবে এবিষয়ে অদম্য কৌতূহলকে চাপিয়া রাখা চলে না—সভ্যতার বাঁধন কিছু আল্‌গা হয়, আর এই ক্ষণিকের ফাঁক দিয়া অনেক সময় স্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়া যায়। সঙ্গলোভী মানুষ অন্যের সংস্পর্শ পাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণতর বোধ করে।

এই সঙ্গলোভই মানুষকে দিয়া সমাজ গড়ায়, শিল্প রচায়, সাহিত্য-সৃষ্টি করায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের স্মৃতি-সভার অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হয়, সাহিত্য কথাটার মূলে আছে 'সহিত'। যে-মানুষ কাহারও সহিত বাস করে না, সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো তাগিদ সে অনুভব করে কি-না সন্দেহ। সাহিত্যের বাহন যে ভাষা, তাহা সমূহের সৃষ্টি। একা-মানুষের ভাষার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। হয়ত এমন জ্ঞান আছে যাহা একান্ত নির্জ্জন সাধনা-সাপেক্ষ; সে-জ্ঞান হয়ত এমন নিগূঢ় ও মৌলিক যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অন্য সব প্রকার জ্ঞানই সুগম হইয়া আসে—যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—তখন ভাষা বা সাহিত্যের কোন প্রয়োজনবোধই থাকেনা। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ সে-জ্ঞানের সাধক নয়। নিজেকে জানিবার, নিজের পরিচয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম তীব্র নয়; সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, এই আত্মপরিচয় লাভই তাহার উদ্দেশ্য; কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের এইটাই